মায়ানমারকে রুখল ভারত

মারগাঁও, ১৪ নভেম্বর ঃ জয়রথের দৌড় অব্যাহত রাখা যায়নি। কিন্তু ফাতোরদা স্টেডিয়াম সাক্ষী ভারতীয় ফুটবলারদের ইস্পাত কঠিন মানসিকতার। দুবার এগিয়ে যাওয়ার পরও মায়ানমারের বদলা নেওয়া আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি। ২-২ গোলে ড্র করে ভারত ছাড়তে হচ্ছে।

আগেই এশিয়া কাপ নিশ্চিত করায় ভারতের জন্য এদিনের ম্যাচটা ছিল নিয়মরক্ষার। কিন্তু খেলার গতি দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না। মাত্র ২১ সেকেন্ডে নায়িং উ ইয়ানের গোলে ভারত পিছিয়ে পড়ে। গোল হজমের জন্য আনাস এডাথোডিকা ও সন্দেশ ঝিংগানের স্টপার লাইনকে কাঠগড়ায় তোলা যেতে পারে। দুজনের কেউই তখন জায়গায় ছিলেন না। শেষমুহূর্তে জেরি লালরিনপুইয়া একটা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উ ইয়ানের হেডার থেকে বল জালে জড়িয়ে যাওয়া ঠেকাতে তা যথেষ্ট ছিল না। ভারত অবশ্য সমতা ফেরাতে বেশি সময় নেয়নি। ১৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সুনীল ছেত্রী স্কোরলাইন ১-১ করে দেন। মায়ানমার বক্সে সুনীলকে এক ডিফেন্ডার ফেলে দিলে ভারত পেনাল্টি পায়। সমতা ফেরানোর স্বস্তি অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ১৯ মিনিটে কো কো কিয়াও ম্যাচে দ্বিতীয়বার লিড এনে মায়ানমারকে। সুনীলরা পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যান। শেষপর্যন্ত ৭১ মিনিটে জেজে লালপেখলুয়ার গোল ভারতীয় সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটায়। ইগুয়েনসন লিংডোর সহায়তায় স্কোর ২-২ করেন মোহনবাগানের প্রাক্তন স্ট্রাইকার।

এসএমকেপি-কে দুই পদত্যাগী কর্তার জবাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদে (এসএমকেপি) জবাবি চিঠি দিলেন দুই পদত্যাগী কর্মকর্তা– সহসচিব সজল নন্দী ও ক্রিকেট সহসচিব মনোজ ভার্মা। চিঠিতে সরাসরি পদত্যাগপত্র ফেরানো নিয়ে তাঁরা কিছু লেখেননি। বরং দুজনেই নিজেদের কিছু সংশয় দূর করার জন্য এসএমকেপি সচিব অরূপরতন ঘোষের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। রবীন্দ্র সংঘের প্রতিনিধি সজলবাবু লিখেছেন, 'আমাকে যোগ্য মনে করার জন্য ইসি সদস্যদের ধন্যবাদ। আমি জানতে চাইছি ভবিষ্যতে ক্লাব অথবা খেলার স্বার্থে সোচ্চার হতে পারব কিনা ? দুর্ভাগ্যবশত তা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়নি। এই প্রশ্নটা আমার মনে উঠছে কারণ, ১৯ আগস্টের কার্যনির্বাহী কমিটির (ইসি) সভায় ক্লাবের পক্ষে বলতে ওঠায় সচিব আমাকে পদত্যাগের পরামর্শ দিয়েছিলেন।' স্বস্তিকা যুবক সংঘের প্রতিনিধি মনোজবাবুও চিঠিতে কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি হতাশাপ্রকাশ করেছেন, শেষ ইসি মিটিংয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ না জানানোর জন্য। একই সঙ্গে মনোজবাবু জানতে চেয়েছেন, তিনি ইসি কমিটিতে থাকার যোগ্য কিনা। ১৯ আগস্টের ইসি মিটিং তাঁর মনে প্রশ্ন তুলেছে বলে তিনি লিখেছেন। দুজনেই মঙ্গলবার সন্ধেয় এসএমকেপি অফিসে গিয়ে আলাদাভাবে সহসচিব প্রসূন দাশগুপ্তের হাতে চিঠি তুলে দেন। চিঠি প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেছেন প্রসূনবাবুও। তিনি বলেছেন, 'এ ব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করব না। বৃহস্পতিবার সচিব অরূপরতন ঘোষ শহরে ফিরবেন। তারপর তিনিই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন।'

দাসপাড়ার ফুটবল শুরু

চোপড়া, ১৪ নভেম্বর ঃ দাসপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবল মঙ্গলবার শুরু হয়েছে। উদ্‌বোধনী ম্যাচে বালাবাড়ি সেন্ট জোশেফ টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে হারিয়েছে কালীগছ স্পোর্টিং ক্লাবকে। নির্ধারিত সময়ে কোনো গোল হয়নি। বুধবার খেলবে মৌলানি নিউ মডেল ক্লাব ও কুলতলি স্পোর্টিং ক্লাব।

হারল উত্তর দিনাজপুর

আলিপুরদুয়ার, ১৪ নভেম্বর ঃ আন্তঃজেলা সিনিয়র ফুটবলে মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরকে ৬-১ গোলে হারিয়েছে বর্ধমান। রেল মাঠে কৌশিক পাল, জিতিন টুডু ও ববি হাঁসদা জোড়া গোল করেন। বিপক্ষের গোলটি প্রলয় সরকারের। বুধবার আলিপুরদুয়ারের মুখোমুখি হবে কোচবিহার।

জোন চ্যাম্পিয়ন মালদা

মালদা, ১৪ নভেম্বর ঃ আন্তঃজেলা অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলে জোন চ্যাম্পিয়ন হল মালদা। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে বর্ধমানকে হারিয়েছে। ৩৩ মিনিটে বিশ্বনাথ কিসকু মালদাকে এগিয়ে দেয়। ৫৮ মিনিটে বর্ধমানকে সমতায় ফেরায় সুনীল কিসকু। তবে ৭৫ মিনিটে বিশ্বনাথ কিসকুর দ্বিতীয় গোল মালদার জয় নিশ্চিত করে।

কলেজ খো খো আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ নভেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পানু দত্তমজুমদার আন্তঃকলেজ খো খো বুধবার শিলিগুড়ি কলেজ মাঠে শুরু হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের সহসচিব বিবেকানন্দ ঘোষ জানিয়েছেন, প্রথম দিন রয়েছে পুরুষ বিভাগের খেলা। পরদিন নামবে মহিলারা।

পিচ তদারকিতে সৌরভ, দূরেই শাস্ত্রী-বিরাটরা

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ ঘড়ির কাঁটায় ঠিক দুপুর তিনটে।

পিচ প্রস্তুতকারক সুজন মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে মাঠের মাঝখানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বহুচর্চিত বাইশ গজকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন মহারাজ। কখনও বসে নাড়ি টিপে বোঝার চেষ্টা, কখনও দাঁড়িয়ে আলোচনা।

বেশ কিছুক্ষণ পিচ পর্যবেক্ষণের পর মাঠের ধারেও একপ্রস্থ কথাবার্তা। যদিও মেন ইন ব্লু-র তরফে কাউকে দেখা গেল না এগিয়ে আসতে। রবি শাস্ত্রী আসবেন, ভাবাটা বাড়াবাড়ি। বিরাট নেটে ব্যাটিং নিয়ে ব্যস্ত। এলেন, দেখলেন, নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন সিএবি কর্তা। মিডিয়াকে কিছুটা হতাশ করেই। সৌরভ-কোহলি বা একটু বাড়াবাড়ি রকম শোনালেও একফ্রেমে মহারাজ-শাস্ত্রীর ছবির কোলাজ অধরাই থাকল এদিন।

ইডেন-চর্চায় এদিনও কেন্দ্রবিন্দুতে পিচ। বাড়তি সবুজ আভা, ঘাসের উপস্থিতি অনেকের কাছেই খটকা লেগেছে। ইডেনেই 'দক্ষিণ আফ্রিকা' সফরের প্রস্তুতি সেরে নিতেই কী ভারতীয় শিবিরের জন্য এহেন ব্যবস্থা। সৌরভ যদিও এহেন চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে ঢুকতে নারাজ। পিচ নিয়ে বিতর্ক উড়িয়ে জোরের সঙ্গে বলে দিলেন, 'ভালো পিচ'।

এদিকে, ভারতীয় দলের সহঅধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে দক্ষিণ আফ্রিকার ড্রেস রিহার্সাল মানতে নারাজ। রাহানে বলছিলেন, 'দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। আর প্রতিটি সিরিজই গুরুত্বপূর্ণ। এক নম্বর স্থানটা দখলে রাখতে কোনো সিরিজকেই হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই। শ্রীলঙ্কা ভালোমতো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে। ওদের দুর্বল ভাবার কোনো জায়গা নেই। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নয়, আমাদের ফোকাস আপাতত এই সিরিজেই।'

কলকাতায় পা রেখে বোর্ড সভাপতি একাদশের বিরুদ্ধে দুদিনের প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে শ্রীলঙ্কা। এর আগে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে টেস্ট ফর্মাটে পাকিস্তানকে হারিয়ে এসেছে। এদিনের চার ঘণ্টার ম্যারাথন অনুশীলনে শ্রীলঙ্কা শিবিরের বৈচিত্র্যটা ভালোমতো ধরা পড়ল। বিরাটদের জন্য তারা যে সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা নিয়ে এসেছেন, তাও পরিষ্কার। প্রত্যেকের জন্য বিশেষ দায়িত্ব। টপঅর্ডার যেমন পেস-স্পিনের মিশেলে সকালের ইডেনে অনুশীলন সারল, তখন মিডল অর্ডার জোর দিল স্পিন খেলায়। আসলে মুখে যাই বলুন, চান্ডিমলরা জানেন, তান্ত্রিকের তুকতাক নয়, ভারতের টক্কর ব্যাট-বলের ডুয়েলেই নিতে হবে।

কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ইডেনের বাইশ গজ দেখছেন সৌরভ।

ব্যাটে 'কাঁচি' চালালেন কোহলি!

৯-০ স্কোরলাইন নিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলার পথে হাঁটার বদলে রাহানের ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর, 'শ্রীলঙ্কাতে আমরা কেমন খেলেছি, আগের ম্যাচগুলির ফলাফল কী ছিল, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। নতুন সিরিজ, শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিপক্ষকে গুরুত্ব দিয়েই মাঠে নামতে হবে। সিরিজের প্রথম ম্যাচ, গুরুত্বটা তাই আরও বেশি। ওদের শক্তি, টিম কম্বিনেশন নিয়ে মাথা ঘামাবার বদলে নিজেদের খেলার উপরই ফোকাস ধরে রাখতে চাই।'

দুপুর দুটো নাগাদ নন্দনকাননে পা রাখেন ঋদ্ধিমান, মহম্মদ সামি সহ ভারতীয় ব্রিগেড। ইডেনে ঢুকেই সোজা পিচে রবি শাস্ত্রী-বিরাট কোহলি। গতকাল পিচ দেখার রাস্তায় হাঁটেননি বিরাট। আজ একঝলক দেখে নেন লঙ্কা টেস্টের মূল মঞ্চ। দূর থেকে বোঝা গেল না সৌরভের 'সবুজ উপহার' কতটা খুশি করল। তবে প্রতিপক্ষ যেখানে অনভিজ্ঞ শ্রীলঙ্কা, চ্যালেঞ্জটা নেওয়া যেতেই পারে।

পিচে সবুজের আভা। অথচ, নেটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বেশি জোর দিলেন স্পিন খেলার উপর। রঙ্গনা হেরাথের নেতৃত্বাধীন শ্রীলঙ্কার স্পিন বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দেওয়ার ভাবনা। আসলে ধনঞ্জয় ডি'সিলভা, লক্ষ্মণ সান্দাকানরা হেরাথকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারলে, লড়াইটা জমবে। সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভেবে ভারতীয় নেটে রিভার্স সুইপ, প্যাডল সুইপের দেখা মিলল। রাহানে যদিও একে ব্যাটিং তূণে অস্ত্রসম্ভার বাড়ানোর স্ট্র্যাটেজি হিসেবে বর্ণনা করলেন। বলছিলেন, নেটে বেশ কিছুদিন ধরেই এটা নিয়ে খাটছি। আপাতত অপেক্ষা ম্যাচে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োগ করার।

বৃহস্পতিবারের আগে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে রবি শাস্ত্রীকে। বোলিং কম্বিনেশনের পাশাপাশি বেছে নিতে হবে ওপেনিং জুটি। গত শ্রীলঙ্কা সফরে মুরলী বিজয়ের অনুপস্থিতিতে শিখর-রাহুল জুটি দুর্দান্ত সফল। কিন্তু চোট কাটিয়ে বিজয় ফেরায় দুটি জায়গার জন্য ত্রিমুখী লড়াই। বিজয় এদিন দীর্ঘক্ষণ ব্যাট করলেন কোহলিও। স্পিনারদের স্টেপ-আউট করে আক্রমণাত্মক শটও খেললেন। তবে পেসারদের নেটে সামির বলে একাধিকবার বিব্রত হতে দেখা গেল। যার একটা বল বিরাটের ব্যাট এড়িয়ে আঘাত করে এক টিভি-ক্রুকে। ফিজিয়ো প্যাটট্রিক ফারহার্ট দ্রুত ছুটে আসেন। চিন্তিত দেখা যায় রাহানেদেরও। চোট মারাত্মক নয় বলে খবর।

নেটে ঢোকার আগে ব্যাট নিয়ে পড়লেন বিরাট কোহলি। হাতলের দিকে ইঞ্চি খানেক কাটালেন ব্যাটিংয়ের সুবিধার জন্য। বিশেষ কোনো রণকৌশল কি না, তা নিয়ে অবশ্য মুখ খোলেননি। স্পিনারদের নেটে এদিন রীতিমতো জাঁকিয়ে বসেন অশ্বীন। কুলদীপ, জাদেজারা থাকলেও স্পিনারদের নেটে অশ্বীন সবচেয়ে পরিশ্রম করলেন। অফস্পিনের পাশাপাশি এদিনও চুটিয়ে লেগব্রেকও করলেন। বৃহস্পতিবার শুরু ডুয়েলে 'নয়া রহস্য বোলার' হিসেবে অশ্বীনের আগমন ঘটে কি না, সেটাই দেখার।

পরিশ্রমের ফল মিঠে হবে কিনা উত্তরটা এখনও অধরা। সবুজ পিচ, বাড়তি পেসারের ভাবনাতে স্পিন বিভাগে কাঁচি চালানোর সম্ভাবনা খারিজ করা যাচ্ছে না। আসলে ঘুরেফিরে সেই ইডেনের পিচ? ছক্কা হাঁকানোর ঢঙে রাহানে যতই বলুন 'মাঝে আরও দুদিন আছে। এখনও অনেক কিছুই ঘটতে পারে,' ইডেন টেস্টে প্রথম বলটা পড়া পর্যন্ত পিচ চর্চাটা যে বজায় থাকবে, বলাই বাহুল্য।

স্মারক বক্তৃতায় স্মৃতিতে ডুব কপিলের

'বিরাটই এখন ক্রিকেটের ডালমিয়া'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ নভেম্বর ঃ এলেন। দেখলেন। জয় করলেন। সঙ্গে আগামীর বার্তাও দিয়ে গেলেন বিরাট কোহলির ভারতীয় দলকে।

তিনি কপিলদেব। ভারতের বিশ্বকাপজয়ী দলের প্রথম অধিনায়ক। ১৯৮৩ সালের লর্ডসের ব্যালকনিতে তিনি তুলে ধরেছিলেন প্রুডেনশিয়াল কাপ। তাঁর নেতৃত্বেই নবজাগরণ ঘটেছিল ভারতীয় ক্রিকেটের। বাইশ গজের লড়াইয়ে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়ে সাফল্য তিনি এনেছিলেন ঠিকই। কিন্তু মাঠের বাইরে থেকে আসল কাজটা করেছিলেন অন্য একজন। নাম জগমোহন ডালমিয়া। ভারত তো বটেই, বিশ্ব ক্রিকেটের প্রশাসনিক রূপকার ছিলেন তিনি।

এহেন ডালমিয়ার মৃত্যুর দুই বছর পরে বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থা তার নামে চালু করল কনক্লেভ। যেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে হাজির ছিলেন কপিল ও শ্রীলঙ্কা বোর্ডের সভাপতি থিলাঙ্গা সুমাথিপালা। যার সঙ্গে ডালমিয়ার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘদিনের। বর্তমান ভারতীয় দলের সামনে অতীতের স্মৃতিতে ডুব দিলেন কপিল। জানিয়ে দিলেন, দুনিয়ায় দুই ধরনের ক্যাপটেন হয়। একজন মাঠের মধ্যে দলকে নেতৃত্ব দেয়। অপরজন বাইরে থেকে প্রশাসনিক দিকটা সামলান। কপিলের মতে, গত ৫০ বছরের দুনিয়ার সব খেলার প্রশাসক হিসেবে ডালমিয়া কিংবদন্তি। তিনিই অফ ফিল্ড ক্যাপটেন। যার সান্নিধ্য ও নেতৃত্বের গুণ তিনি নিজেও দেখেছেন।

ডালমিয়া কনক্লেভের অনুষ্ঠানের মঞ্চে কপিল, সৌরভ সহ অন্যরা। ছবি ঃ ডি মণ্ডল

দক্ষিণ কলকাতার পাঁচতারা হোটেলে ভারত ও শ্রীলঙ্কা দলের ক্রিকেটারদের সামনেই কপিল যখন অতীতের সরণিতে পা বাড়ালেন, তখন সৌরভ-আজহাররা নীরব দর্শকের ভূমিকায়। কপিল বলছিলেন, 'আমার মতে, দুনিয়ায় দুই ধরনের অধিনায়ক হয়, অন ও অফ ফিল্ড। মিস্টার ডালমিয়া ছিলেন আদর্শ অফ ফিল্ড অধিনায়ক। আমি মনে করি, গত ৫০ বছরের মধ্যে উনিই দুনিয়ার সেরা ক্রীড়া প্রশাসক।' ডালমিয়ার অবদান ও ধুরন্ধর মস্তিষ্কের কারণেই ক্রিকেট আজ আর্থিক দিক থেকে সাবলম্বী, মন্তব্য কপিলের। শুধু তাই নয়, ডালমিয়ার দেখানো পথে হেঁটে ভারতীয় ক্রিকেটের পরের পর প্রজন্ম সাফল্য পেয়ে চলেছে। কপিল মনে করেন, সাফল্যের ছন্দ ধরে রাখার ব্যাটনটা এখন বিরাটদের হাতে। ভারত অধিনায়ককে এখন ডালমিয়ার ঢংয়েই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ভারতীয় ক্রিকেটকে। কপিল বলছেন, 'বেদি, প্রসন্ন থেকে শুরু করে শচীন-সৌরভ-ধোনি, ভারতীয় ক্রিকেটে তারকার অভাব কোনোদিনও হয়নি। সব প্রজন্মই দেশকে সাফল্য দিয়েছে। এবার এই ব্যাটনটা কোহলির হাতে। ক্রিকেট প্রশাসনের ডালমিয়ার মতো ও এখন ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এই বিশ্বাস আমার আছে।'

কপিলের অনুরোধ এবং প্রত্যাশা আগামীদিনে ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যাবে বা অধিনায়ক কোহলি কীভাবে সত্যিকারের জগমোহন হয়ে উঠবেন, সময় বলবে। তবে কপিলের আবেগপূর্ণ বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন কোহলি। তার আগে প্রয়াত ডালমিয়ার পরিবারের সদস্যদের সম্মান জানিয়েছেন তিনি। ডালমিয়া পরিবারের পক্ষ থেকেও ভারত ও শ্রীলঙ্কা দুই দলকেই সম্মান জানানো হয়েছে। কোথাও যেন অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধনের তীব্র চেষ্টা ছিল জগমোহন ডালমিয়া কনক্লেভে।

কপিলের মতোই ডালমিয়া স্মরণে অতীতের সরণিতে পা দিয়ে আবেগে ভাসলেন শ্রীলঙ্কা বোর্ডের সভাপতি সুমাথিপালাও। তার প্রশাসক জীবনে ১৯৯৫ সাল থেকে চেনা 'জগু' কেমন ছিলেন, বারবার তুলে ধরলেন সেই ছবি। ১৯৯৬ সালের বিশ্বকাপ আয়োজন থেকে শুরু করে মুরলীধরনের অবৈধ বোলিং অ্যাকশন, বল বিকৃতির বিতর্ক, ভারত-পাক ক্রিকেটীয় সম্পর্ক-লঙ্কা বোর্ড সভাপতির বক্তব্যে উঠে এল নানা অজানা দিক। ভারতীয় ক্রিকেটের মতোই শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্যের পিছনে ডালমিয়ার অবদানের কথাও মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে গেলেন তিনি।

আসলে জগমোহন ডালমিয়া মানুষটাই তো এমন ছিলেন। দূরদর্শী ও বাস্তববাদী। যার মৃত্যুর পর দু-বছর কেটে গেলেও এখনও তিনি ক্রিকেট দুনিয়ায় অমর হয়ে রয়েছেন। আগামীদিনেও থাকবেন। তিনি যে ক্রিকেটের অফ ফিল্ড ক্যাপটেন।

স্পিন ও রিভার্স সুইপে জোর দিচ্ছে শ্রীলঙ্কা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ● কলকাতা

১৪ নভেম্বর ঃ কথা ছিল সকাল ৯টায় অনুশীলন শুরু হবে।

কিন্তু ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে শ্রীলঙ্কা টিম বাস যখন হাজির হল, ঘড়ির কাঁটায় সকাল ৮টা। মাঠের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীরাও তখনও হাজির হননি ইডেনে। কিন্তু গতকাল পূর্ণ বিশ্রামের পর আজ সকালে নির্ধারিত সময়ের আগেই হাজির টিম শ্রীলঙ্কা।

পরের প্রায় তিন ঘণ্টা সময়ে ক্রিকেটের নন্দনকানন দেখল শ্রীলঙ্কা দলের সোনালি অতীত ফিরিয়ে আনার তাগিদের অনুশীলন। দল হিসেবে কোহলির ভারতের তুলনায় এখন কিছুই নয় তারা। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া অতীতটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে সমস্যা কোথায়। তাই মাঠে হাজির হয়েই অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউজ ও অধিনায়ক দীনেশ চান্ডিমল সোজা চলে গেলেন বাইশ গজ পরিদর্শনে। গতকালের তুলনায় আজ উইকেটের সবুজায়নে কিছুটা ভাটার টান। মিনিট ১৫ পিচটা বুঝে নেওয়ার পরই নেটে ব্যাটিং-বোলিং অনুশীলন শুরু। যেখানে দলের মেন্টরের ভূমিকায় ম্যানেজার তথা নির্বাচক অশাঙ্ক গুরুসিঙ্ঘে। দলের বেশিরভাগেরই ভারতে অতীতে খেলার অভিজ্ঞতা নেই। সেকথা মাথায় রেখেই তিনি নেটে সবার সঙ্গে আলাদা করে কথা বলছিলেন। পরামর্শও দিচ্ছিলেন যার যেমন প্রয়োজন।

চমকটা দেখা গেল কিছুক্ষণ পরেই। বঙ্গ ক্রিকেট সংস্থার কাছে মোট ১০ জন নেট বোলার চেয়েছিল শ্রীলঙ্কা দল। যার মধ্যে ৬ জন স্পিনার। সেই সব স্পিনারদের বিরুদ্ধে ভিন্ন নেটে আলাদাভাবে অনুশীলন চালালেন চান্ডিমলরা। কখনও রিভার্স সুইপে বাড়তি জোর দিলেন, আবার কখনও বা নির্দিষ্ট লাইনে বল করতে বললেন তাদের। এভাবে আলাদা নেটে করুণারত্নে, চান্ডিমল, থিরিমানে, ম্যাথিউজরা কাটিয়ে দিলেন অনেকটা সময়। অশ্বীন-জাদেজাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার আগে ভালো করে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করলেন নিজেদের অবস্থাটা।

উপমহাদেশে স্পিনের বিরুদ্ধে সফল হওয়ার প্রধান মন্ত্র হল সুইপ শট খেলা। চান্ডিমলরা আজ অনুশীলনের সময় সেই কাজটা তো করলেনই, উপরি হিসেবে রিভার্স সুইপেও বাড়তি জোর দিতে দেখা গেল তাদের। শ্রীলঙ্কা দলের দায়িত্বে থাকা বাংলার এক কর্তা রাতের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলছিলেন, 'এই দলটার মধ্যে অনেক তরুণ ক্রিকেটার রয়েছে যারা প্রথমবার কলকাতায় এসেছেন। ওরা ইডেনের উইকেট কেমন হতে পারে, এই প্রশ্নের পাশে এখানে কী কী দেখার রয়েছে, সেটাও বারবার জানতে চাইছেন। অনেকে তো টিম হোটেল থেকে গাড়ি নিয়ে ভিক্টোরিয়ার মতো জায়গা থেকে ঘুরেও এসেছেন।' আসলে কোহলির ভারতের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে নিজেদের নানাভাবে তাজা রাখার চেষ্টা রয়েছে দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেটারদের।

কারণ, খেলা শুরু হয়ে গেলে তারা এমন সুযোগ তো আর পাবেন না।

অনেক পরীক্ষা বাকি বিরাটের : আজহার

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪ নভেম্বর ঃ চেহারাটা আগের মতোই ছিপছিপে। বয়সের ছাপটা অবশ্য স্পষ্ট। অনেকদিন পরে কলকাতায় এলেন আজ। একসময় ইডেনের নাম বদলে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের নামে করার দাবি উঠেছিল ক্রিকেটমহলে। পরিসংখ্যান বলছে, ইডেনে ৭ টেস্টে ৮৬০ রান রয়েছে তাঁর। গড় ১০৭.৫০। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক নিজেও মনে করেন, ইডেন তাঁর পয়া মাঠ। সেই পয়া মাঠে কোহলিরা পরশু থেকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নামছেন। শ্রীলঙ্কা সিরিজের পরই ভারত যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে। তারপরও সামনে টানা ক্রিকেট রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। রাতের তাজ বেঙ্গল হোটেলে ডালমিয়া কনক্লেভের শেষে কোহলির ভারতের ভবিষ্যৎ থেকে শুরু করে ধোনির অবসর, বর্তমান ক্রিকেটের একাধিক বিতর্ক নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে মুখ খুললেন আজহার। জানিয়ে দিলেন, কোহলি দারুণ নেতা। কিন্তু তাঁর এখনও অনেক পরীক্ষা বাকি।

ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা

কোহলির ভারত অবশ্যই ফেভারিট হিসেবে শুরু করবে। দলটা দারুণ ছন্দে রয়েছে। গত কয়েক বছরে টানা ধারাবাহিকতাও দেখিয়েছে ওরা। শ্রীলঙ্কা তেমন কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না। হোয়াইটওয়াশ হবে কী না জানি না, তবে কোহলিরা বড়ো ব্যবধানেই সিরিজ জিতবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সফর

আমার মতে, অধিনায়ক কোহলির আসল পরীক্ষা শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। খুব কঠিন সিরিজ হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই। ভারত ফেভারিট, একথা এখন থেকেই বলতে পারব না। কোহলির কেরিয়ারের মাইলস্টোন হতে চলেছে ওই সিরিজ। আমি বিশ্বাস করি কোহলির কেরিয়ারের অনেক পরীক্ষা এখনও বাকি। ও কেরিয়ারটা কোথায় শেষ করবে, তার আভাস হয়তো আমরা স্টেইনদের বিরুদ্ধে সিরিজ থেকেই পেয়ে যাব।

অশ্বীন-জাদেজা জুটি

বর্তমান ভারতীয় দলের সবথেকে বড়ো শক্তি হল অশ্বীন-জাদেজা। বৈচিত্র্যের বিচারে ওদের সঙ্গে আমি কুলদীপকেও রাখতে চাই। দারুণ প্রতিভা। অনেকদিন খেলবার জন্যই এসেছে ও।

ধোনির ভবিষ্যৎ

খুব স্পর্শকাতর ইশু। আমি বিশ্বাস করি, কেরিয়ারের ভবিষ্যৎটা ধোনির উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। মনে রাখবেন, ও এখনও দারুণ ফিট। বয়সের প্রভাব ক্রিকেটে বয়স বাড়ার সঙ্গে পড়েই থাকে। তবে ধোনি অনেকদিন খেলতেই পারে। ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি ধোনির মধ্যে এখনও ক্রিকেট বাকি রয়েছে।

সামি-উমেশ-ভুবি-বুমরাহ

ভারতের পেস আক্রমণ এখন দুর্দান্ত। সবাই ম্যাচ উইনার। পেসারদের চোট-আঘাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কোহলিরা রোটেশনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা খুব পছন্দ হয়েছে আমার। এর ফলে পেসারদের কেরিয়ার দীর্ঘ হবে।

অলরাউন্ডার পান্ডিয়া

অসম্ভব প্রতিভাবান। তবে এখনই ওকে নিয়ে বেশি লাফালাফির কিছু হয়েছে বলে মনে হয় না। টেস্টে আরও বেশি করে খেলতে দিন ওকে। তখনই বুঝতে পারবেন কথাটা কেন বলছি। আর পান্ডিয়া কপিলের মতো হবে কী না, প্রশ্নটা সময়ের উপরই ছেড়ে দিন।

সৌরভ ওয়েবসাইটের উদ্‌বোধনের মঞ্চে শিশুদিবস পালন কপিলদের।

শিশু দিবসের আড্ডায় কপিল-সৌরভ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় ● কলকাতা

১৪ নভেম্বর ঃ ইডেনেই শোনা গিয়েছিল সেই অমর উক্তি, নো কপিল, নো টেস্ট! প্রথম বিশ্বজয়ী ভারত অধিনায়ক তখন কেরিয়ারের মধ্যগগনে। খারাপ ফর্মের কারণে সুনীল গাভাসকারের ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছিলেন তিনি। সেই ইডেনেই বৃহস্পতিবার থেকে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলতে নামছে কোহলির ভারত। কপিল এখন প্রাক্তনদের দলে। ধারাভাষ্য দেবেন টেস্টের। তার আগে আজ বিকেলে মধ্য কলকাতার এক অভিজাত হোটেলে হাজির হয়েছিলেন তিনি। উপলক্ষ্য ছিল প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামের ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন। শেষপর্যন্ত সেই অনুষ্ঠান হয়ে উঠল শিশুদিবসের নিখাদ আড্ডা। আজ দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহওরলাল নেহরুর জন্মদিন। দিনটা গোটা দেশে শিশুদিবস হিসেবে পালিত হয়। এমন দিনে কপিলের সঙ্গে নিজের ওয়েবসাইটের আবরণ উন্মোচনের পর তাঁরা মেতে উঠলেন জনা দশেক শিশুর সঙ্গে। তাদের সঙ্গে সেলফি তুললেন। অটোগ্রাফ দিলেন। আবার কেকও কাটলেন। হাতের সামনে দেশের সর্বকালের দুই অধিনায়ককে পেয়ে বাংলার নানা প্রান্তের সেই সব শিশুরাও বুঝে উঠতে পারছিলেন না ঠিক কী করা উচিত। হাজারো ব্যস্ততার মাঝেও শিশুদের জড়তা কাটালেন তাঁরাই। পরম মমতায় তাদের কাছে টেনে নিলেন। আর কপিল বলে দিলেন, 'এমন ঐতিহাসিক দিনে শিশুদের সঙ্গে এমন সময় কাটাতে পেরে দারুণ লাগছে।' পাশে দাঁড়িয়ে সৌরভ চওড়া হাসি নিয়ে তখন এক শিশুকে কেক খাওয়াতে ব্যস্ত। পরে মহারাজ বলছিলেন, 'অনুষ্ঠানটা মনে থাকবে। শিশুদের মাঝে এভাবে থাকতে পেরে দারুণ লাগল।'

হার্দিকই বিশ্রাম চেয়েছিলেন

নয়াদিল্লি, ১৪ নভেম্বর ঃ যাবতীয় গুঞ্জনে ইতি টানলেন হার্দিক পান্ডিয়া। ১০০ শতাংশ ফিট না থাকায় নিজেই বিশ্রাম চেয়েছিলেন, জানিয়ে দিলেন ভারতীয় এই অলরাউন্ডার। এক সাক্ষাৎকারে পান্ডিয়া জানান, 'সত্যি বলতে, আমিই বিশ্রাম চেয়েছিলাম। যে পরিমাণ ক্রিকেট খেলছিলাম, তাতে এখন শরীর পুরোটা দিচ্ছিল না। ১০০ শতাংশ ফিট থাকলেই ক্রিকেটটা খেলতে চাই।' উল্লেখ্য, শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দল থেকে পান্ডিয়াকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকেও জানিয়ে দেওয়া হয়, টানা ক্রিকেট খেলার জেরে হার্দিককে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত একবছরে ৩০টি একদিনের আন্তর্জাতিক, ২৫টি টি২০ ও ৩টি টেস্ট খেলেছেন হার্দিক। টানা ওয়ার্কলোডের জেরে যাতে তাঁকে চোট-আঘাতে না ভুগতে হয় তাই এই সিদ্ধান্ত। অলরাউন্ডার হওয়ায় প্রত্যেক ম্যাচেই এমনিতেই বাড়তি ওয়ার্কলোড নিতে হয় তাঁকে। প্রাথমিকভাবে টেস্ট দলে থাকলেও পরে পান্ডিয়াকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানানোয় যদিও হালকা গুঞ্জনও তৈরি হয়েছিল।

শ্রীলঙ্কা সিরিজের সময়ে বেঙ্গালুরুর ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে নিজের শক্তিবৃদ্ধিতে অনুশীলনে ব্যস্ত থাকবেন পান্ডিয়া। যে প্রসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'সত্যিই ভাগ্যবান মনে করি বিশ্রামটা পেয়ে। এই সময়ে জিমে পরিশ্রম করে নিজের ফিটনেস বাড়ানোর কাজ করব। আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে দারুণ উত্তেজিত। তাই মাঝের বিশ্রামটা ভালোভাবে কাজে লাগাতে চাই।' তুলনামূলক দুর্বল ও অনভিজ্ঞ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে পান্ডিয়াকে বিশ্রামে রেখে প্রোটিয়াজদের বিরুদ্ধে তাঁকে তরতাজা রাখতে চাইছে টিম ম্যানেজমেন্ট। সেই বার্তা যে পান্ডিয়া ভালোভাবে গ্রহণ করেছেন, সেটা পরিষ্কার তাঁর কথাতেই। পান্ডিয়া বলেন, 'এই সিরিজটা সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। তাই চ্যালেঞ্জটা নিচ্ছি, বরাবরই উপভোগ করি নতুন লড়াই। কে বলতে পারে ওই সিরিজে নির্ণায়ক ভূমিকা হয়তো আমিই নিলাম, তবে আমি নিশ্চিত খুব ভালো পারফরম্যান্স মেলে ধরব আমরা।'